

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

103040 - যবে শাসক আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না তাকে কনির্বাচতি করা যাবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

মুসলমি রাষ্ট্ররে জন্য এমন কোন শাসককে নির্বাচতি করা কিজায়যে হবযে আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না? উল্লখে, তাকে যদি নির্বাচতি করা না হয় তাহলে সে নানাভাবে কণেঠাসা করে রাখবে; এমন কি গ্রফেতারও করতে পারে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ঈমানদাররো সুদৃঢ়ভাবে বশ্বাস করে, আল্লাহর আইনরে চয়ে উত্তম কোন আইন নহে। আল্লাহর আইন বরোধী সকল বধিন জাহলৌ বধিন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা কতিবে জাহলিয়্যাতরে বধিন চায়? আর নিশ্চতি বশ্বাসী কওমরে জন্য বধিন প্রদানে আল্লাহর চয়ে কে অধকি উত্তম?”[সূরা মায়দো, ০৫:৫০] আল্লাহর উপর ঈমান ও রাসূলদরে প্রতি যা নাযলি করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন গ্রহণ করার প্রবণতাকে আল্লাহ তাআলা ‘বস্ময়কর’ ঘোষণা করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি কিতাদরেকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনছি। তারা তাগুতরে কাছে বচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদরেকে নির্দশে দয়ো হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদরেকে ঘোর ভিন্নততি ভিন্নত করতে।”[সূরা নসি ০৪:৬০]

শানকতি (রহঃ) বলেন: “আল্লাহ তাআলা উল্লখে করছেন যে, যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইনে শাসন করে আল্লাহ তাদরে ঈমানরে দাবীর প্রতি বস্ময় প্রকাশ করছেন। কারণ তাগুতরে কাছে বচার ফয়সালা চাওয়ার পরেও ঈমানরে দাবী- মথিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এমন মথিয়া সত্যহি বস্ময়কর।” সমাপ্ত

আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তার শপথ করে বলছেন: কোন ব্যক্তি জীবনরে প্রতিটি ক্ষত্রে রাসূলকে ফয়সালাকারী হিসেবে না মানা পর্যন্ত ঈমানদার হবে না। রাসূল যে ফয়সালা দিয়েছেন সেটাই হক্ব; প্রকাশ্যে ও গোপনে সেটাকে মনে নতি হবে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমনি হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দবে সে ব্যাপারে নজিদে অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মনে নেয়।” [সূরা নসি, ০৪:৬৫]

আল্লাহ তাআলা বিবিদমান বিষয়ে ফয়সালার দায়িত্ব রাসূলরে উপর ছেড়ে দিয়ে অপরিহার্য করে দিয়েছেন এবং এটাকে ঈমানের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইনের শাসন গ্রহণ করা ঈমানের পরপিন্থী। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলরে দিকে প্রত্যারণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষে দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটুকল্যাণকর এবং পরণামে উৎকৃষ্টতর।” [সূরা নসি, ০৪:৫৯]।

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: আয়াতে কারমি “যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষে দিনের প্রতি ঈমান রাখ” নরিদশে করছে যে, যে ব্যক্তি বিবিদমান বিষয়ের ফয়সালা কুরআন ও সুন্নাহ হতে গ্রহণ করে না এবং এ দুটির কাছে ফরি আসে না সে আল্লাহর প্রতি ও শেষে দিনের প্রতি ঈমানদার নয়।

পূর্বকোক্ত আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি বলা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বধিান অনুযায়ী শাসনকার্য পরচিলনা করে না তাকে নরিবাচতি করা হারাম। কারণ এই নরিবাচনের মাধ্যমে এই হারামের প্রতি সন্তুষ্টি ও এই হারাম কাজে সহযোগতি করা হলো।

কোন মুসলমানকে যদি ভোট দিতে যেতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে যেতে পারনে গিয়ে এই প্রার্থীর বপিক্ষে ভোট দিতে পারনে অথবা সম্ভব হলে তার ভোট নষ্ট করে দিতে পারনে। যদি এর কোনটাই তার পক্ষে করা সম্ভবপর না হয় এবং এই প্রার্থীর পক্ষে ভোট না দলে সে নরিযাততি হওয়ার আশংকা করে তাহলে আমরা আশা করছি এমতাবস্থায় তার কোন গুনাহ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেন: “যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত” [সূরা নাহল ১৬:১০৬] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: আমার উম্মতকে ভুল, বস্মতি ও জবরদস্তরি গুনাহ হতে নষ্কতি দিয়ে হয়েছে।” [সুনানে ইবনে মাজাহ (২০৪৫), আলবানী সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদসিটিকে সহীহ বলছেন]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।